দৈনিক ইনকিলাব

47

তারিখ MAR. 06 2000

পৃষ্ঠা … কলাম …

সম্পাদক সমী

এসএসসি পরীক্ষায় ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ও নকল প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলাম ধর্মের সঠিক হুকুম-আহকাম বুঝিয়ে দেয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাজ। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যখন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যাবে তখন তাদের সামনে আসবে বিভিন্ন দর্শন। এই অবস্থায় তারা ইসলামী জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী দর্শনের কাছে হার মানবে এবং তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তাই ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর প্র্যাকটিক্যাল হিসেবে রাখা একান্ত জরুরী। শিক্ষার্থীদের কিছু নম্বর যেহেতু শিক্ষকের হাতে থাকবে, তাই তারা এ বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে পড়বে এবং বিষয় শিক্ষকের সাথে অধিক যোগাযোগ রাখবে। আর এতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবনেও আমূল পরিবর্তন আসবে। ছাত্রদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন শিক্ষক দুই রাকায়াতবিশিষ্ট নামাজ, তিন রাকায়াতবিশিষ্ট নামাজ, চার রাকায়াতবিশিষ্ট নামাজ শিখাবেন কিংবা অজু, তায়াম্মুম, ফরজ গোসলের নিয়ম শিখাবেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় ২৫ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে তখন তারা এই বিষয়টি শেখার সাথে সাথে ব্যক্তিজীবনে আমল করতে শুরু করবে। এতে সৃষ্টি হবে সুনাগরিক, কর্তব্যপরায়ণ ও খোদাভীরু, সমাজ হবে সুন্দর। প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষা ঘনিয়ে আসলে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকমণ্ডলীকে ডেকে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের যাবতীয় নির্দেশাবলী দিয়ে থাকেন যা মূলত জাতির জন্য একান্ত জরুরী। কিন্তু শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কিছু কথা আছে যা শোনার জন্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেন কেউ নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের মনের প্রধানত দু'একটি কথা হচ্ছে এই যে, (১) কোন শিক্ষক নকল ধরে ছাত্রকে বহিষ্কার করে যেন নিরাপদে বাড়ী ফিরতে পারেন এ ব্যাপারে সরকারী উর্ধ্বতন মহল নিশ্চয়তা বিধান করবে। (২) কোন প্রতিষ্ঠানে পাসের হার কম হলে কিংবা একেবারেই পাস না করলেও যেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান বন্ধ না হয় (কয়েক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে) এই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এক থানার পরীক্ষার্থীকে অন্য থানায় স্থানান্তরিত করে সেই থানার স্থানীয় শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করলে নকল প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

–মোহাম্মদ আইউব আলী,
সি/শি-আর এম হাট কে উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী।